জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - জানুয়ারি ২০১০/০১

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* হাইতি: ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর জাতিসংঘের সংস্থাসমুহের তাৎক্ষণিক সহায়তা
* ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর হাইতিকে সাহায্যের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি বানের আহ্বান
* ইয়েল সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে শিক্ষাবিদদের সাথে বান কি মুনের আলোচনা
* নারীর ক্ষমতায়নে ৯০ লক্ষ্য ডলারের নতুন তহবিল ঘোষণা

হাইতি: ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর জাতিসংঘের সংস্থাসমুহের তাৎক্ষণিক সহায়তা

১৪ জানুয়ারি-হাইতিতে গত মঙ্গলবারের ভয়াবহ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জরুরি ত্রাণ সরবরাহে জাতিসংঘের সংস্থাগুলো দিনরাত কাজ করে চলেছে। ভূমিকম্পে ক্যারিবীয় এ দেশটির লোকসংখ্যা ৯০ লাখের এক-তৃতীয়াংশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভূমিকম্পের আগেই দেশটির লোকজন বিশ্বে সবচেয়ে ঝুঁকির মখে ছিল।

হতাহতের সংখ্যা সম্পর্কে এখনো সঠিকভাবে কিছু জানা যায়নি। তবে রিখটার স্কেলে ৭ তীব্রতার ওই ভূমিকম্পে দেশটির রাজধানী পোর্ট অব প্রিন্স বিধ্বস্ত হয়। ভবনগুলো ভেঙ্গে পড়ে, বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

মহাসচিব বান কি-মুন আজ নিউইয়র্কে বলেন, 'স্পষ্টতই এটি মারাত্মক মানবিক বিপর্যয়। সেখানে প্রচুর ত্রাণসামগ্রী দরকার এবং এখনি দরকার। ওষুধ, খাবার, পানি, তাবু, শাবল, ভারি উদ্ধারযান থেকে শুরু করে সবকিছু দরকার।'

ত্রাণ বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জন হোমস বলেন, উদ্ধার তৎপরতা ও আহতদের ওষুধ সরবরাহকেই জাতিসংঘ অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

যত দ্রুত সম্ভব হাইতিতে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছানোর ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে আসছে। তবে তিনি হতাশা ব্যক্ত করে বলেন, 'আমরা যত দ্রুতই এগিয়ে আসি না কেন, অসহায় মানুষদের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার কাছে তা মনে হবে অত্যন্ত ধীর।'

জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডবি-উএফপি) গতকাল রাজধানীর দক্ষিণের শহর জ্যাকমেলের তিন হাজার মানুষের জন্য স্বল্প পরিসরে খাদ্য বিতরণ শুরু করেছে। আজ রাজধানীর দুই হাজার ৪০০ দুর্গত মানুষের মধ্যে খাদ্য বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে।

জেনেভায় ডবি-উএফপির চার্লস ভিনসেন্ট সাংবাদিকদের বলেন, ত্রাণসামগ্রী মজুদ আছে। হাইতিতে জাতিসংঘের স্থিতিশীলতা মিশনের অনুমতি পাওয়া মাত্র সংস্থাগুলো অন্যান্য এলাকায়ও ত্রাণ বিতরণ শুরু করবে।

ভিনসেন্ট বলেন, কয়েক হাজার মানুষের জন্য যে খাবার পাঠানো হচ্ছে দেশটির জনসংখ্যা বিচার করলে তা যেন 'সমুদ্রে এক ফোটা জল'। তবে এতো কেবল শুরু, ত্রাণ তৎপরতা জোরদার করা হচ্ছে। দেশটিতে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছানোর পর ব্যাপক আকারে ত্রাণ কার্যক্রম চালানো হবে।

ডবি-উএফপি ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত ২০ লাখ মানুষকে সাহায্যের জন্য ছয় মাসের জরুরি পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ডবি-উএফপি'র নির্বাহী পরিচালক জোসেট শিরান বলেন, 'দ্রুত ও সমন্বিত পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জরুরি খাদ্য সহায়তা দিতে আমরা সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছি।'

গত রাতে জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) থেকে পাঁচ লাখ মার্কিন ডলার মুল্যের ত্রাণসামগ্রী নিয়ে একটি কার্গো বিমান হাইতিতে অবতরণ করেছে। ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে রয়েছে খাবার স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি এবং বাস্তুচ্যুত ১০ হাজার মানুষের সাময়িক আবাস হিসেবে ব্যবহারের জন্য তির্পল ও তাবু। কম্বল, তাবু ও কৌটাজাত খাবার নিয়ে আরেকটি বিমান আজ আসার কথা রয়েছে।

নির্বাহী পরিচালক অ্যান এম ভেনেম্যান জোর দিয়ে বলেন, ত্রাণ কার্যক্রমের শুরুতেই শিশুদের খাদ্য, আশ্রয় ও নিরাপত্তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। আর ইউনিসেফ এসব চাহিদা পুরণে তার সাধ্যমত সবকিছুই করবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডবি-উএইচও) বলেছে, হাইতিতে আটটি এবং পাশের দেশ ডোমিনিকান রিপাবলিকে দুটি হাসপাতাল ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে। ডবি-এইচও'র পল গারউড সাংবাদিকদের বলেন, 'হাইতির লোকজন, সমাজ ও অর্থনীতি আগে থেকেই বিপন্ন অবস্থায় মধ্যে ছিল। এ ভূমিকম্পের প্রভাবে তা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে বলে আমার আশংকা।'

তিনি বলেন, 'আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে উদ্ধার তৎপরতা চালানো। তারপর মানসিক ও শারীরিক আঘাতের চিকিৎসা ও সংক্রমণ প্রতিরোধ।'

মৌলিক স্বাস্থ্য সেবার অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) জরুরি প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার জন্য জরুরি সরঞ্জাম দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গর্ভবতী মায়েদের জীবন রক্ষার জরুরি ওষুধসহ অত্যাবশকীয় ওষুধ ও সরঞ্জাম।

সংস্থাটি বলছে, ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেও নারী ও মেয়ে শিশুদেরা যাতে তাদের প্রয়োজনীয় মৌলিক স্বাস্থ্য সেবার সরঞ্জাম পায় ও মান-সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারে সেজন্য তারা কাজ করবে।

জাতিসংঘের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষায়িত সংস্থা আইটিইউও হাইতির মানবিক কার্যক্রমে আন্তর্জার্তিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ইতিমধ্যে তারা মৌলিক যোগাযোগ পুনস্থাপনে ৪০টি বহনযোগ্য কৃত্রিম উপগ্রহ সংযোগকেন্দ্র (পোর্টেবল স্যাটেলাইট আপ-লিঙ্ক) ও একটি বেইজ স্টেশন স্থাপন করেছে। তা ছাড়া ব্রডব্যান্ড সুবিধাসহ ৬০টি ইউনিট ও এগুলো পরিচালনা করার জন্য বিশেষজ্ঞ পাঠাচ্ছে তারা।

ভূমিকম্পের পরপরই বান কি মুন ত্রাণ তৎপরতা শুরুর জন্য সেন্ট্রাল ইমারজেন্সি রেসপন্স ফান্ড (সিইআরই) থেকে এক কোটি মার্কিন ডলার প্রদানের নির্দেশ দেন। আগামীকাল হাইতির জন্য নতুন করে সাহায্যের আবেদন জানানো হবে।

হাইতির পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠনের জন্য বিশ্বব্যাংক অতিরিক্ত ১০ কোটি মার্কিন ডলার অনুদান দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। তা ছাড়া গতকাল পর্যন্ত আরও বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা সাহায্যের অঙ্গীকার করেছে।

বিশ্বের অন্যান্য মানবিক বিপর্যয়ের মতো হাইতিকে সাহায্য করতে বেসরকারি সংস্থাগুলোর সুবিধার্থে জাতিসংঘের নতুন একটি ওয়েবসাইট খোলা হবে।

জাতিসংঘের ২০টির বেশি সংস্থা যৌথভাবে এক প-্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে জাতিসংঘের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি অভিন্ন প্রবেশ পথ প্রদান করছে । কেননা হাইতির গত মঙ্গলবারের ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগে এ সংস্থাটিই ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করে আসছে।

ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর হাইতিকে সাহায্যের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি বানের আহ্বান

১৩ জানুয়ারি-মহাসচিব বান কি-মুন আজ ভূমিকম্প বিধ্বস্ত হাইতিকে সাহায্যের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গতকালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে ক্যারিবীয় এ দরিদ্র দেশটির রাজধানী তছনছ হয়ে যায়।

মি. বান বলেন, পোর্ট অব প্রিন্সের ভবন ও অবকাঠামো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগসহ মৌলিক সেবা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। নিহতের সঠিক সংখ্যা এখনো জানা যায়নি।

লাখ লাখ লোক রাস্তার ওপর অবস্থান নিয়েছে। অনেকে এখনো ধ্বংসস্তুপের নিচে চাপা পড়ে আছে। ভূমিকম্পে পশ্চিম গোলার্ধের দরিদ্র এ দেশটির ৯০ লাখ মানুষের এক-তৃতীয়াংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সাধারণ পরিষদের এক অনানুষ্ঠানিক জরুরি বৈঠকে মহাসচিব বলেন, 'এটি স্পষ্ট যে সেখানে ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতা চালানো দরকার।'

জাতিসংঘের হাইতি বিষয়ক বিশেষ দুত, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে সঙ্গে নিয়ে বান কি মুন বলেন, হাইতিতে এবারের ৭ মাত্রার ভূমিকম্প ২০০৮ সালের একাধিক হ্যারিকেনের ক্ষয়ক্ষতিকে ছাপিয়ে যাবে।

জাতিসংঘ নিশ্চিত করেছে যে হাইতিতে জাতিসংয়ের স্থিতিশীলতা মিশনে কর্মরত ১৬ জন শান্তিরক্ষী ভূমিকম্পে মারা গেছেন। এর মধ্যে একজন আর্জেন্টিনার, ১১ জন ব্রাজিলের, একজন চাদের এবং তিনজন জর্ডানের নাগরিক। নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে কর্মকর্তারা আশংকা করছেন।

হাইতিতে জাতিসংঘের সদরদপ্তর ক্রিস্টফার হোটেলসহ সংস্থার অন্যান্য ভবন ধসে পড়েছে। এতে মহাসচিবের বিশেষ দুত হেদি আন্নাবিসহ দেড়শ কর্মী নিখোঁজ রয়েছে।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের শীর্ষ কর্মকর্তা অ্যালেইন লি রয় বলেন, 'ভূমিকম্প হাইতির লোকজনের জন্য যেমন মর্মান্তিক ঘটনা, তেমনি জাতিসংঘের জন্যও।'

তিনি বলেন, এই ভূমিকম্পে জাতিসংঘের কোনো মিশনের সবচেয়ে বেশি সদস্য প্রাণ হারালো। ২০০৩ সালে ইরাকে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে সন্ত্রাসী বোমা হামলাকেও ছাড়িয়ে গেছে এ ঘটনা। ইরাকে ওই হামলায় জাতিসংঘ শীর্ষ দুত সার্গেই ভিয়েরা দ্য মেলে-সহ ২২ জন নিহত হয়েছিলেন।

২০০৪ সালে হাইতিতে জাতিসংঘের স্থিতিশীলতা মিশন গঠন করা হয়। বর্তমানে এ মিশনে নয় হাজারের বেশি সেনা ও পুলিশ সদস্য

এবং দুই হাজার বেসামরিক কর্মী রয়েছে।

মিশনের কমবেশি তিন হাজার সেনা ও পুলিশ সদস্য পোর্ট অব প্রিন্স ও এর আশেপাশে থেকে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও ত্রাণ কার্যক্রমে সহায়তা করছেন। দুর্গত মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছানোর জন্য তারা রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়কগুলো থেকে ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজ শুরু করেছেন।

ত্রাণবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল আজ বলেন, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ফ্রান্স, ডোমিনিকান রিপাবলিক ও অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদল হাইতির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। আপাতত 'অনুসন্ধান ও উদ্ধারকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে'।

বান কি মুন হাইতির সরকার, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছেন। সাধারণ পরিষদের বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, অনেক দেশ তাৎক্ষণিকভাবে অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল, বিমান, ভ্রাম্যমান হাসপাতাল ও অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী পাঠাচ্ছে। কেননা এগুলোই এই মুহূর্তে অতিপ্রয়োজনীয়।

তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, শোক কাটিয়ে হাইতির ঘুরে দাড়ানোর ব্যাপারে সহায়তা করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ হবে এবং গর্বিত এ দেশটিকে সামনে এগিয়ে নিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনমুলক কাজ শুরু করবে।

আজ সকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মহাসচিব ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে এগিয়ে আসা দেশগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে তিনি বিশ্ববাসীকে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে হাইতির সহায়তায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

হাইতিতে জাতিসংঘ মিশনের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য বান কি মুন দেশটিতে তার সাবেক বিশেষ দুত ও বর্তমান অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল এডমন্ড মুলেটকে পাঠাচ্ছেন।

তাছাড়া ত্রাণ তৎপরতা শুরুর জন্য তিনি সেন্ট্রাল এমারজেন্সি রেসপন্স ফান্ড থেকে এক কোটি মার্কিন ডলার প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে হাইতিকে সাহায্যের জন্য নতুন করে আবেদন জানানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ইয়েল সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে শিক্ষাবিদদের সাথে বান কি মুনের আলোচনা

১২ জানুয়ারি– বিশ্বের শিক্ষাবিদদের দু'দিনের এক সম্মেলনে যোগদানের জন্য মহাসচিব বান কি মুন আগামী বৃহস্পতিবার নিউ হ্যাভেনের কানেকটিকাট সফর করবেন। ইয়েল ইউনির্ভাসিটি এ শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করছে। জাতিসংঘের এক মুখপাত্র আজ এ কথা জানায়।

পাঁচ বছর আগে কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি এবং ইয়েল ইউনিভার্সিটি "গে-াবাল কলকুইয়াম অব ইউনিভার্সিটি প্রেসিডেন্টস" গঠন করে। বিশ্বের উদ্বেগ ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিশ্বের শিক্ষা ক্ষেত্রের গুরুদের মধ্যে আলাপ-আলোচনাকে আরো জোরদার করতে এ উদ্যোগ নেয়া হয়।

জাতিসংঘের মুখপাত্র মার্টিন নেসারকি বলেন, বান কি মুন সম্মেলনে " বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিজ্ঞানের ভূমিকা" শীর্ষক আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন।

শুক্রবার বান কি মুন, সুরক্ষার দায়িত্বের ওপর নিউয়র্কের টেরি টাউনে স্টেনলি ফাউন্ডেশনের রিট্রিটে বক্তৃতা প্রদান করবেন।

সুরক্ষার দায়িত্বের বিষয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ২০০৫ সালে একমত হয় যা 'আর২পি' নামেও পরিচিত। এটি রাষ্ট্রসমূহকে তাদের নাগরিকদের গণহত্যা, যুদ্ধ, জাতিগত নিধন এবং এ ধরনের মানবতা বিরোধী অপরাধ থেকে রক্ষা করার এবং তারা যদি তাদের দায়িত্ব পালন না করে তাহলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপের বিষয়ে একমত হয়।

নারীর ক্ষমতায়নে ৯০ লক্ষ্য ডলারের নতুন তহবিল ঘোষণা

১১ জানুয়ারি– বিশ্বের ২৬টি দেশে নারীদের ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টাকে সহায়তা দানের জন্য নারীর জন্য জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিল আজ এক নতুন তহবিল থেকে ৯০ লক্ষ্য মার্কিন ডলার সহায়তা প্রদানের ঘোষণা দেয়। এ ক্ষমতায়ন প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে রাজনীতিতে বর্সা-নয়া-হার্জেগোভিনিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও আফগানিস্তানে উত্তরাধিকার ও সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত নারীদের সাহায্য করাসহ নানা বিষয়।

'জেন্ডার সমতার জন্য তহবিল' ৬ কোটি ৮ লক্ষ্য মার্কিন ডলারের একটি বহুজাতিক উদ্যোগ। বর্তমানে স্পেন ও নরওয়ের সরকার এতে অর্থ সহায়তা প্রদান করছে। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নারীদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সৃজনশীল কর্মসুচি প্রণয়নকে উৎসাহিত করতে এটি গ্রহণ করা হয়েছে।

ইউনিফেমের নির্বাহী পরিচালক বলেন,"নারীদের জীবনে মৌলিক ও টেকসই পরিবর্তন আনতে এ নতুন তহবিলের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্বের সব স্থানে নারীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।"

তারপরও এ কাজের তহবিলের বেশ সংকট রয়েছে। সরকারি ও সুশীল সমাজের সংস্থা এবং বিশেষত তাদের মধ্যকার অংশীদারিত্বকে

সহায়তা প্রদান করাটা এ তহবিলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

এ কার্যক্রমের আওতায় ২৭টি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ক্যামেরুন, মিশর ও ফিলিপাইনের অনানুষ্ঠানিক খাতের নারীদের এবং বসনিয়া-হার্জেগোভিনিয়া, ডোমিনিকান রিপাবলিক, উগান্ডা, মরোক্কো এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোর নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য সহায়তা প্রদান করা।

এতে আদিবাসী নারী ও এইচআইভি বা এইডসে আক্রান্ত নারীসহ উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দলের অন্তর্ভুক্ত নারীদের সহায়তা করার ওপরও জোর দেয়া হয়। তাছাড়াও যেসব নারীরা খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করছে এবং আফগানিস্থানের নারীদের মত উত্তরাধিকার ও সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তাদেরকে সহায়তা প্রদানের কথা এতে বলা হয়েছে।

এই নতুন সহায়তা তহবিল ‘ক্যাটালিস্টিক গ্র্যান্ড’ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত সহায়তার মধ্যে পড়েছে। বর্তমানে যেসব কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে সেগুলোর বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য অধিক-প্রভাব সম্পন্ন দু’ধরনের তহবিলের এটি একটি। জুনে দ্বিতীয় শ্রেণির তহবিলের কথা ঘোষনা করা হবে এবং এটি ইতিমধ্যেই অনুমোদিত জাতীয় আইন ও নীতিমালার বাস্তবায়নের ওপর আলোকপাত করবে।

** ** **